আজকের কাগজ

তারিখ 28 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

22

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হাজারো সমস্যায় জর্জরিত ॥

আমানুর আমান ঃ জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বহুবিধ সমস্যার দুর্বিপাকে হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছে। এ সমস্যার যেন শেষ নেই। যেমন আধুনিক শিক্ষার যথাযথ মান নিয়ে টিকে থাকার সমস্যা, ছাত্রী ভর্তি ও তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাবার সমস্যা, আবাসন সমস্যা, পরিবহন সমস্যা, শিক্ষক সমস্যা, পর্যাপ্ত স্টাফের সমস্যা, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদিদের উত্থানে সৃষ্ট সমস্যা প্রভৃতি হাজারো সমস্যা তবে হালে সবচে' মারাত্মক সমস্যা যেটা গোটা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অস্তিত্বের সমস্যা সৃষ্টি করেছে সেটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল চালিকা শক্তি 'গ্রন্থাগার সমস্যা।' এই সমস্যা শুরু থেকেই। তবে এ মুহূর্তে এটা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যখন বিশ্ববিদ্যালয় মূল ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত হয় বৃদ্ধি পায় এর একাডেমিক পরিসর। প্রথম যখন বিশ্ববিদ্যালয়টি যাত্রা শুরু করে ১৯৮৫-৮৬তে তখন এখানে দু'টি অনুষদে (একটি ধর্মীয় অনুষদ অন্যটি আধুনিক) চারটি বিভাগে শিক্ষার্থী ছিলো ২শ'। ১৯৯২তে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে আসার পর আজ ১৯৯৫তে দু'টি অনুষদের বারোটি বিভাগের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪ হাজারের মতো। কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য যে শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যে পরিমাণ বই ছিলো দীর্ঘ নয় বছর পরেও আরো আটটি বিভাগ চালু হবার পরও বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২৫ হাজার যা বিভাগ গুলোর প্রয়োজনের তুলনায় এক দশমাংশ।

বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে বইয়ের মোট পরিমাণ ৩৪,৫১৩টি। এর মধ্যে ১৯৮৪তে ২৮ লাখ পরবর্তীতে দীর্ঘ আট বছর পর ১৯৯২তে ১৫ লাখ টাকার বই, ৯৩তে ৮ লাখ, ৯৪তে ৩ লাখ টাকার বই ক্রয় করা হয়েছে। এ বছর কোনো বই ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর চাহিদা মেটানোর মতো বই গ্রন্থাগারে না থাকায় তাদের লেখাপড়া তারা যথাযথভাবে চালাতে পারছে না যেমন, তেমনি বইয়ের সুষ্ঠু নির্দেশনার অভাবে পড়ালেখার মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ব্যাপারে ছাত্রছাত্রিদের কাছ থেকে সরেজমিন অভিযোগপ্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, বিভিন্ন বিভাগে তাদের কোর্সের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন বইয়ের সংখ্যাধিক্য বিদ্যমান। অথচ তাদের প্রয়োজনীয় এমন বই পাওয়া যায় না। এমনটা কেন অনুসন্ধান করতে যেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য উদঘাটিত হয়েছে যা এ যাবৎ অপ্রকাশিত। নিয়মানুযায়ী প্রতিটি বিভাগে বিভিন্ন কোর্সের জন্যে কি ধরনের বইয়ের আবশ্যকতা এ মর্মে প্রতিবছর বিভাগসমূহ থেকে বিভাগীয় সভাপতির মাধ্যমে বইয়ের তালিকা গ্রন্থাগার প্রশাসনে প্রেরিত হয়। গ্রন্থাগার প্রশাসনের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় প্রসেসিং শেষে বই ক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে থাকে। এখানে একটি মজার ব্যাপার হচ্ছে বিভাগীয় শিক্ষক মণ্ডলী প্রতিবছর যেসব বইয়ের চাহিদা তালিকা জমা দিয়ে থাকে সে ধরনের বই বিভাগগুলোর প্রণীত কোর্সসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমনকি সম্পর্কযুক্তও নয়। তার মানে ঐসব শিক্ষকরা কোর্সের বা ছাত্রছাত্রীর প্রয়োজনের দিকে নজর না দিয়ে এমন সব বইয়ের চাহিদা সৃষ্টি করেছে যা দিয়ে তারা নিজেদের গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক লাইব্রেরী কর্মকর্তা এ কথা জানান। শিক্ষকদের এ ধরনের মানসিকতা শিক্ষার্থিদের জন্য ভয়ানক সমস্যা সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত স্টাফেরও অভাব রয়েছে। নেহায়েত কাজ চালিয়ে নেয়া সম্ভব এমন সংখ্যক স্টাফও এখানে নেই। বর্তমানে মাত্র ২১ জন কর্মকর্তা কর্মচারি রয়েছে। যেখানে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে ৭০ জন কর্মচারি কর্মকর্তার প্রয়োজন। এখানে ১৯৮৫ সাল থেকে গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য। ১ জন উপগ্রন্থাগারিক সমুদয় কার্য-পরিচালনা করে থাকে। এর মধ্যে 'গ্রন্থাগার প্রশাসক' নামে একটি অনাকাংখিত পদের জন্ম দেয়া হয়েছে যার কারণে গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা বরং ব্যাহতই হচ্ছে বলে প্রকাশ। আবার গ্রন্থাগারের জন্যে প্রয়োজনীয় লোক নিয়োগের নিমিত্তে সম্প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে যোগ্যতানুযায়ী অভিজ্ঞ কর্মি নিয়োগ করা হচ্ছে না বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে দক্ষিণাঞ্চলের নবীন বিশ্ববিদ্যালয়টি।

ছাত্রছাত্রিরা বিপাকে